তারিখ 21 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

যুগান্তর

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজে বাড়তি নিরাপত্তা

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশে বড় দুটি জঙ্গি হামলার ঘটনার পর স্কুল ও কলেজমুখী ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীসহ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তারপরও সন্তানদের নিয়ে অভিভাবকদের উদ্বেগ কাটছে না। রাজধানীর কয়েকটি স্কুল-কলেজ ঘুরে দেখা গেছে, কয়েক দিন ধরে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম।

ক্লাসে উপস্থিতি কমেছে

অনেকেই সন্তানদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ রেখেছেন। মিশনারি পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ক্ষেত্রে এটা বেশি ঘটছে বলে জানা গেছে।

রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহানআরা বেগম যুগান্তরকে জানান, আসলে শুধু শিক্ষার্থী-অভিভাবক নন, সবার মধ্যেই কমবেশি দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। স্কুলে এমনিতেই আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে। পরিস্থিতি বিবেচনায় বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। স্কুল চলাকালে টহল পুলিশ বাড়াতে থানায় আমরা চিঠি দিয়েছি। সিসিটিভি, গেটে দারোয়ান এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, এছাড়াও এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিকারুননিসা নূন, উদয়ন উচ্চবিদ্যালয়, মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়, সেন্ট যোসেফ স্কুলসহ আরও কয়েকটি স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের চেয়ে জোরদার করা হয়েছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলে নাম রেজিস্টার ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অন্য স্কুলের ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তুলনায় রাজধানীর মিশনারি স্কুলগুলোর অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক বেশি ছড়িয়েছে। অ্যালিফ্যান্ট রোড এলাকার একজন অভিভাবক জানান, তার দুই ছেলে। তাদের একজন পড়ে ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে। কয়েক দিন ধরে তিনি বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন না। বুধবার এ স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিনা নোটিশেই দিবা শাখার প্লে গ্রুপ, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস হয়নি। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রতিদিন বিকেল ৪টা পর্যন্ত ক্লাস হওয়ার কথা। কিন্তু দুপুর ২টা পর্যন্ত ক্লাস নেয়া হয়। এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করে স্কুলের দায়িত্বশীল কারও সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

রাজধানীর পুরান ঢাকার লক্ষীবাজার এলাকার সেন্ট ফ্র্যান্সিস স্কুলের অভিভাবক ওমর ফারুক জানান, স্কুলটিতে বর্তমানে কিছু ক্লাসের পরীক্ষা চলছে। যেসব ক্লাসের পরীক্ষা নেই, সেসব ক্লাসের বাচ্চাদের উপস্থিতি কমে গেছে। কোনো কোনো অভিভাবক আগাম ছুটি নিয়ে বাচ্চা স্কুলে পাঠানো বন্ধ রেখেছেন বলে জানান তিনি।

নাজিমউদ্দিন রোডের অভিভাবক আকলিমা বেগম বলেন, তার বাচ্চা স্থানীয় একটি কেজি স্কুলে পড়ে। চলতি সপ্তাহে বুধবার পর্যন্ত ৪ দিনের মধ্যে তিনি বাচ্চাকে ২ দিন স্কুলে পাঠিয়েছেন।

উল্লেখ্য, রাজধানীর বেশিরভাগ স্কুলে বর্তমানে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা চলছে। ১৩ জুলাই শুরু হওয়া এ পরীক্ষা ২৮ জুলাই শেষ হবে।